আমার হাতে যেন একটি ছোট ইটও অন্তত থাকে

ব্রাত্য বসু

চলচ্চিত্র উৎসবে যাওয়া নিয়ে দ্বিধায় ছিলাম ক'দিন ধরেই। দ্বিধার মূলসূত্র ছিল, ওই যা যা হতে পারে তার ধারেকাছেই। ভাবছিলাম, নরেন্দ্র মোদি যদি গুজরাত সরকারের পক্ষ থেকে থিয়েটারের কল শো দিলে যেতাম কিনা, বুশ ক্যালিফোর্নিয়া চলচ্চিত্র উৎসবে আহ্বান জানালে লালায়িত হতাম কি না, এবংবিধ সাত-সতেরো ভাবনা আসছিল। কারণ, এ-কথা তো আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, তৃতীয় বিশ্বের যে কোনও শিল্পকর্মী, যদি বড় প্রতিষ্ঠান পাশে না দাঁড়ায়, তা হলে তার মতো 'পেরিফেরাল', 'প্রান্তিক' আর কেউ নেই। অতএব, আমি ক্রমশই বুঝতে পারছিলাম আমার এই দ্বিধা-ফিধার পেছনে রাগ যেমন আছে, তেমনই আছে মৌলিক এক অসহায়তা।

তার উপর সোলানেসের ছবি, কানের কাছে টুংটাং করে বাজা ভাল রবীন্দ্রসংগীত, দাড়িটাড়ি নিয়ে ঘ্যাম ঘ্যাম সব চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ এবং ব্যক্তিগত জীবনে রদ্দি ছবি বানানো ফক্কড় গীতিকারের চলচ্চিত্র নিয়ে জ্ঞানবাণী এসব যদি মিস করি, যদি পিছিয়ে যাই, যদি আরও তলিয়ে যাই এইসব অসহায়তা, ন্যাকামো, আত্মকরুণা, ক্রোধ সব মিলিয়ে-মিশিয়ে আমাকে দিশেহারা করে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই যে একদিকে তৈরি হওয়া নিষ্ঠুরতার পৃথিবীর বয়ান, অন্যদিকে শিল্পের পৃথিবীর অমোঘ আকর্ষণ—এ-দুয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী করিব? তার পর দেখলাম দ্বিধা, দোলাচল, গতায়াত এ-সবই আসলে আমাদের মতো অবসাদগ্রস্ত, বিপন্ন সংস্কৃতিমোদীদের নিজস্ব ব্যাপার-স্যাপার; আমরা এসবের মধ্যেই বাঁচি, ঘুরি, ঝগড়া করি, অপমানিত হই আর রাত্রিবেলা টানটান হয়ে শুয়ে থাকা নির্ঘুম শরীরে দেয়ালা চলে স্বপ্ন এবং তার থেকে পরিত্রাণের।

কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। অনুশোচনা, অনুতাপ, বিনয়, সহিষ্ণুতা —এসবই যে বাতিল ঝুটো শব্দ। এ-সবই যে অভিধানেই খালি পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত জীবনে এ-সবের প্রয়োগ ঘটানোর কোনও মানে হয় না। তা এ-রাজ্যের শাসকদল এ-বছর বারে-বারে প্রমাণ দিচ্ছেন। ওই যে হেগেলসাহেব বলেছিলেন, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, মানুষ ইতিহাস থেকে আদতে কোনও শিক্ষাই নেয় না। এ-কথাটা ইন্দিরা গান্ধী, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী আমাদের দেশে আগেও প্রমাণ করেছেন। হয়তো তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে আমাদের এই করুণ, অভাগা, অনড়-জগদ্দল অঙ্গ রাজ্যে।

ব্রেখটের গালিলিও বলেছিলেন, 'কী দুর্ভাগা সেই দেশ, যেখানে কোন বীর নেই'—এই কথার উত্তরে, 'কী দুর্ভাগা সেই দেশ যেখানে বীরের প্রয়োজন হয়'। আর তাই গণমাধ্যম খুললেই দেখা যাচ্ছে মাননীয় বিমান বসু ও শ্যামল চক্রবর্তীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে কে সম্মানিত মানুষকে বেশি অপমান করতে পারেন। মাননীয় পরিবহনমন্ত্রী জানাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বা মেধা পাটেকরকে রাস্তায় ক্যাডারবাহিনীর আটকে দেওয়াটাও গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। গণতন্ত্রের এই নব্য সংজ্ঞার পরিবর্ধিত রূপ সম্ভবত—তোমার যদি মিছিল করার অধিকার থাকে, আমারও তোমাকে গুলি করে মারার অধিকার আছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রেসবিবৃতিতে বলছেন, কারা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বয়কট করল তাঁদের নিয়ে ভাবছি না। যাঁরা আছেন তাঁদের নিয়ে ভাবছি। ঠিকই। যাঁরা সঙ্গে আছেন তাঁরা অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ লোক, মানী মানুষ। মুসোলিনির সঙ্গে পিরানদেল্লোর সম্পর্ক ছিল মানে এই নয় যে পিরানদেল্লো বড় নাটককার ছিলেন না। বা শলোকভের লেখা স্তালিন পছন্দ করতেন বলে শলোকভ বড় লেখক নন—এই হঠকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর কোনও মানে নেই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানেন, তাঁর সঙ্গে আসলে আছেন শিল্পপতিরা, বড় ব্যবসায়ীরা, পুঁজিপতিরা—যাঁরা এ-সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। এতকাল যাঁদের বিরোধিতা করে তিনি আজ তখ্‌তে আসীন হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানেন, এইসব 'গুরুত্বপূর্ণ' মানুষেরা সঙ্গে থাকলে গ্রামের পর গ্রাম গেস্টাপোবাহিনী দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া যায়, শহরে যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁদের উপর ভাড়াটে বুলডগ লেলিয়ে দেওয়া যায়, হার্মাদবাহিনী নামিয়ে মৃত্যুমিছিল, গণধর্ষণ করিয়ে এলাকা দখল করা যায়। ব্রোকারি থালায় দিবেন। ফলে কীসের চলচ্চিত্র উৎসব, কীসের তার মাতোয়ারা সংস্কৃতি, ধূপধুনো! আমার এই দিশেহারা মন—অগণতান্ত্রিক, অনিরপেক্ষ, অসাংবিধানিক অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ, কৌশিক সেন, সুমন মুখোপাধ্যায়, পরমব্রতদের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল।

কমবয়সে পারিবারিক বামপন্থী ঐতিহ্যে গান্ধীকে আমরা খুব সমালোচনা করতাম। পরবর্তী-কালে পড়েটড়ে বুঝতে পেরেছি, অন্যরকম মানুষ ছিলেন তিনি। সে যাই হোক, এমন একটা সময় সামনে হয়তো আসতে যাচ্ছে যখন নবারুণদার (ভট্টাচার্য) ফ্যাতাড়ু চোক্তারবাহিনী অনেক বড় বড় ইঁটখিলান, ইমারত ধসিয়ে দেবে। চেসেস্কু যেমন ভাবতে পারেননি, বুখারেস্টের সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পুঁজিপতিরা, গণমাধ্যম, গুরুত্বপূর্ণ বাড়িগুলি সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও গণজাগরণ ওইভাবে ঘটতে পারে। কামনা করি, মহাত্মা গান্ধীকে অস্বীকার করে সে-দিন এই পুনরাবৃত্ত পশ্চিমবঙ্গে আমার হাতেও যেন একটি ছোট থান ইটও অন্তত থাকে!